দৈনিক বাংলা

২৭/১২/৮১

067

গণস্বাক্ষরতা কর্মসূচী

গণসাক্ষরতা কর্মসূচী সফল করতে জাতীয় প্রচেষ্টা এবং সর্বস্তরের সকল সমাজকর্মীর অংশ গ্রহণ জোরদার করার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন প্রেসিডেন্ট বিচারপতি জনাব আবদুস সাত্তার। তাঁর সভাপতিত্বে বঙ্গভবনে অনুষ্ঠিত এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে গণসাক্ষরতা কর্মসূচীর অগ্রগতি পুংখানুপুংখরূপে পর্যালোচনাকালে প্রেসিডেন্ট এই গুরুত্ব আরোপ করেন এবং আলোচ্য বৈঠকে কর্মসূচী সফল করে তোলার লক্ষ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তও নেয়া হয়।

গণসাক্ষরতা কর্মসূচী সর্বতোভাবে সফল করে তোলা জাতীয় স্বার্থেই অপরিহার্য এবং এ জন্যে জাতীয় প্রচেষ্টা ও সর্বস্তরের সকল সমাজকর্মীর অংশ গ্রহণ জোরদার করাও অত্যাবশ্যক। আমাদের দেশের শতকরা পঁচাশিজনই নিরক্ষর, সাক্ষরজ্ঞানহীন ও শিক্ষা-দীক্ষার সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। এটা যুগ-যুগান্তের অবহেলারই ফল। ব্যাপক নিরক্ষরতা ও শিক্ষার অভাব দারিদ্র্যের অন্যতম প্রধান কারণ এবং জাতীয় উন্নয়নের পথেও বড় অন্তরায়। গণসাক্ষরতা কর্মসূচীর অধীনে সবাইকে সাক্ষর করে তুলতে পারলে শিক্ষাদান সহজতর হবে, এবং এই সাক্ষরতা জ্ঞান কৃষি-শিল্পে ও অন্যান্য ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের পক্ষেও হবে সহায়ক।

ব্যাপক নিরক্ষরতার পরিপ্রেক্ষিতে এবং জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যেই মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান গণসাক্ষরতা কর্মসূচী চালু করেন এবং তাঁর সূচিত শান্তিপূর্ণ বিপ্লবেও এই কর্মসূচী তথা নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযান বিশেষ গুরুত্ব পায়। এই কর্মসূচী সফল করে তোলার লক্ষ্যে গ্রাম সরকারকেও সুনির্দিষ্ট এবং বিশেষ দায়িত্ব দেয়া হয়। বস্তুত, গণসাক্ষরতা স্বনির্ভর গ্রাম গড়ার অর্থাৎ স্বনির্ভরতা অর্জনের অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবেই গণ্য হয়। বাস্তব কারণে এবং প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতেই আলোচ্য বৈঠকেও গণসাক্ষরতা কর্মসূচীর অধীন তৎপরতা জোরদার করতে গ্রাম সরকারকে আরও দায়িত্ব দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

গণসাক্ষরতা কর্মসূচী বাস্তবায়নে এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযানে এ পর্যন্ত যে সাফল্য অর্জিত হয়েছে তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেও এতেই আত্মসন্তুষ্টিবোধ করার অবকাশ নেই। দেশের সব লোককে সাক্ষর করে তুলতে এবং নিরক্ষরতা সম্পূর্ণরূপে দূর করতে হলে গ্রাম সরকারকে যেমন আরও দায়িত্ব সহকারে এবং নিষ্ঠা নিয়ে কাজ করতে হবে, তেমনি সংশ্লিষ্ট সরকারী-বেসরকারী সব সংস্থা এবং সর্বস্তরের সব সমাজকর্মীকেও কাজ করতে হবে ব্যাপকভাবে নিবেদিত চিত্তে। বস্তুত এ ব্যাপারে প্রতিটি শিক্ষিত ও অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরই দায়িত্ব পালন করার রয়েছে। আমরা আশা করবো, সবাই এই দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসবেন, এবং গণসাক্ষরতা কর্মসূচী সর্বতোভাবে সফল করে তুলবেন।